2021

শিখন ও শিখনযাচাই

EDBN-2401

নির্ধারিত কাজ-০২:

“পেশাগত উন্নয়নে প্রতিফলন অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ”।

BANGLADESH OPEN UNIVERSITY | Board Bazar, Gazipur-1705, Bangladesh

নির্ধারিত কাজ-০২

“পেশাগত উন্নয়নে প্রতিফলন অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ”।

আমেরিকার শিক্ষা দার্শনিক ডোন্যাল্ড অ্যালান শন ১৯৩০ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর ম্যাসাচুসেটসের বোস্টনে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৯৭ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর একই শহরে মৃত্যুবরণ করেন। দার্শনিক ডোন্যাল্ড শন ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে URBAN PLANNING-এর অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তখন তিনি প্রতিফলন অনুশীলনের (REFLECTIVE PRACTICE) ধারণার উন্নয়ন করেন এবং সাংগঠনিক শিখন তত্ত্বে (THE THEORY OF ORGANIZATIONAL LEARNING) তার গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। ডোন্যাল্ড শন নিরলস গবেষণার মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন এবং বহু পুস্তক রচনা করেছেন। তাঁর এমন একটি বই হলো **The reflective practitioner: how professionals think in action** (১৯৮৩).” এই বইয়ে তিনি প্রতিফলন অনুশীলন সম্পর্কে বলেছেন, ÆREFLECTIVE PRACTICE IS THE ABILITY TO REFLECT ON ONE'S ACTIONS SO AS TO ENGAGE IN A PROCESS OF CONTINOUS LEARNING. অর্থাৎ প্রতিফলনমূলক অনুশীলন হলো ব্যক্তির কর্মের উপর প্রতিফলন করার এমন এক ক্ষমতা যা ক্রমাগত শিখন প্রক্রিয়ায় যুক্ত হয়। ঝপযস্থহ এর মতে, ‘প্রতিফলন অনুশীলন হলো প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকের সমালোচনা ও প্রতিফলন ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করার উপায়।’ প্রতিফলন অনুশীলনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে **Donald Schön e‡jb, œReflective practice involves thoughtfully considering one's own experiences in applying knowledge to practice while being coached by professionals in the discipline (Schön, 1996).” Donald Schön** প্রতিফলন অনুশীলনকে কোনো বিষয়ে নবীন শিক্ষার্থী ও সফল শিক্ষকদের মধ্যকার অনুশীলন কাজের তুলনাকারক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। তিনি বলেন, ‘প্রতিফলন অনুশীলন বলতে একজন প্রশিক্ষকের সহায়তায় কারও জ্ঞানের প্রয়োগে চিন্তাপ্রসূত অভিজ্ঞতাকে বোঝায়।’ তার এই ধারণার প্রসারের পর এর উপর ভিত্তি করে অনেক স্কুল, কলেজ এবং শিক্ষা বিভাগ শিক্ষকদের পেশা ও পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন

কার্যক্রমের রূপরেখা প্রণয়ন শুরু করে। এ প্রসঙ্গে কোনো কোনো গবেষক মনে করেন, ঝপযস্থহ-এর ধারণা **John Dewey**-র দর্শনের সাথে সম্মিলিতভাবে প্রতিফলন অভিজ্ঞতাকে আরও বাস্তব ভিত্তিতে দাঁড় করিয়েছে।

প্রতিফলন অনুশীলন সম্পর্কে JOHN DEWEY বলেন, ÆREFLECTION IS A COGNITIVE PROCESS- THE ACTIVE, PERSISTENT AND CAREFUL CONSIDERATION OF ANY BELIEF OR SUPPOSED FORM OF KNOWLEDGE IN THE LIGHT OF THE GROUNDS, THAT SUPPORT IT AND THE FURTHERCONCLUSIONS TO WHICH IT TENDS (1933)." তিনি প্রতিফলন অনুশীলনের তিনটি বিশেষ দিকের উল্লেখ করেছেন। এগুলো হলো– 1. খোলা মন (OPEN-MINDEDNESS) 2. সর্বান্তকরণে গ্রহণ (WHOLE-HEARTEDNESS) GES 3. দায়িত্বশীলতা (RESPONSIBILITY)|

Donald Alan Schön তার বইয়ে প্রতিফলন অনুশীলনের বর্ণনা করতে গিয়ে দুই ধরনের প্রতিফলনের কথা উল্লেখ করেছেন। এর একটি হলো REFLECTION-ON-ACTION (কর্মের উপর প্রতিফলন) এবং অন্যটি হলো REFLECTION-IN-ACTION (কর্মে প্রতিফলন)। পেশাগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই দুই ধরনের প্রতিফলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

কর্মের উপর প্রতিফলন

কর্মের উপর প্রতিফলন ব্যক্তিকে প্রতিনিয়ত নিজের কাজকর্ম সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। অর্থাৎ ব্যক্তি যখন কোনো কাজ করে তখন একই সাথে তার কাজের গুণগত মানের ব্যাপারে তাকে সচেতন থাকতে হয়। এক কথায়, কর্মের উপর প্রতিফলন বলতে কোনো বিশেষ পদ্ধতি ও কে.শলের উপর নির্ভর করে কোনো কাজ করার পর তা সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ সাপেক্ষে পর্যবেক্ষণ এবং তার কার্যকারিতা বা দুর্বলতা সম্পর্কে নিজের মনে প্রতিফলন ঘটানো বা ফলাবর্তন প্রদান করাকে বোঝায়।

কর্মে প্রতিফলন

প্রতিফলন অনুশীলন মূলত নিজের কাজকর্মের গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সমস্যা সমাধানের একটি কে.শলমাত্র। যে কোনো পেশাজীবী যখন তার পেশায় কোনো সমস্যার মুখোমুখি হন তখন তিনি সেগুলো নিজের পূর্বঅভিজ্ঞতার আলোকে সমাধান করার চেষ্টা করে থাকেন। তিনি নানা রকম সম্ভাব্য সমাধানের উপায় প্রয়োগ করেন। তিনি 'জানা' (শহড়রিহম) এবং 'করা' (ফড়রহম)-র মাধ্যমে সমস্যার প্রকৃত সমাধান খোঁজার চেষ্টা করেন| Donald Schön এটাকে কর্মে প্রতিফলন (Reflection-in-action) বলেছেন।

প্রতিফলন অনুশীলনের ভবশিষ্ট্য শিক্ষকতা পেশায় সফলতা অর্জন করতে হলে প্রত্যেক শিক্ষককে প্রতিফলন অনুশীলন প্রক্রিয়া দক্ষতার সাথে আয়ত্ত করতে হবে। ভালো শিক্ষকের পাঠদান কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ এবং তার সহায়তা নিলে নিজের দক্ষতাগুলোর উন্নয়ন করা সহজ হয়। প্রতিফলনের জন্য

এর বৈশিষ্ট্যগুলো বিবেচনায় রাখতে হবে। প্রতিফলন অনুশীলনের কতকগুলো অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এগুলো নিম্নরূপ—

- কার্যত প্রতিফলন অনুশীলন এক ধরনের চিন্তন এবং এই চিন্তনের পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তার ফলাফলকে কাজে পরিণতকরণ।
- প্রতিফলন অনুশীলন মূলত শিখনের একটি উপায় এবং এটি পেশার উন্নয়ন ঘটাতে সহায়তা করে। • এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অর্থাৎ এর সঠিক ও বাস্তবসম্মত চর্চার মাধ্যমে শিখন স্থায়ী হয় কিংবা ব্যক্তির মধ্যে কার্য সম্পাদনের দক্ষতা গুতরি হয়।
- প্রতিফলন অনুশীলনের জন্য চর্চা বা নিয়মিত অভ্যাস একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর মাধ্যমে ব্যক্তির মধ্যে সুঅভ্যাস গঠন সম্ভব হয়।
- বাস্তবে প্রতিফলন অনুশীলন হলো নিজের চিন্তাভাবনা ও কর্ম সম্পর্কে সুগঠিত, সমালোচনামূলক ও বিশ্লেষণধর্মী চিন্তন করা।
- প্রতিফলন অনুশীলনের মাধ্যমে ব্যক্তির মধ্যে সুচিন্তার সংগঠন হয়। নিজের কাজকর্ম নিয়ে ব্যক্তির অধিক সচেতন থাকার কারণে সম্পাদিত কর্মের গুণগত মান অক্ষুণ্ন থাকে।
- প্রতিফলন অনুশীলনের সঠিক ও কার্যকর চর্চার জন্য ইতিবাচক এবং অনুকূল পরিবেশ প্রয়োজন।
- প্রতিফলন অনুশীলনের জন্য কাজের খুঁটিনাটি বিষয় সূক্ষ্ম দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণ, শনাক্তকরণ ও বিচার বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।
- এটি একান্তভাবেই ব্যক্তির আত্মসমালোচনামূলক এবং আত্মশুদ্ধিমূলক একটি প্রচেষ্টা মাত্র।
- প্রতিফলন অনুশীলনের কার্যকর চর্চার মাধ্যমে ব্যক্তি নতুন নতুন সমস্যা মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়।
- প্রতিফলন অনুশীলন কোনো ধারণা বা বিষয়বস্‘র তত্ত্ব ও চর্চার মধ্যে নিবিড় যোগসূত্র করে দেয়। এর মাধ্যমে তত্ত্বকে বাস্তবে প্রয়োগ করা সম্ভব হয়।
- প্রতিফলন অনুশীলন একটি ধারাবাহিক ও অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া।
- এটি অন্যের ভালো দিকগুলো আয়ত্ত করতে সহায়তা করে।
- এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া।

John Dewey (1933) প্রতিফলন অনুশীলনকে পাঁচটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন। এগুলোকেও প্রতিফলনমূলক অনুশীলনের গুবশিষ্ট্য হিসেবে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। যথা :

১. পরামর্শ (SUGGESTION)

২. সমস্যা (PROBLEM)

৩. অনুমিত সিদ্ধান্ত (HYPOTHESIS)

৪. যুক্তি স্থাপন (REASONING)

৫. পরীক্ষণ (TESTING)।

প্রতিফলন হচ্ছে স্বেচ্ছামূলক এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত। কোনো পেশাজীবী স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে তার পেশার উন্নয়নের লক্ষ্যে বহুমুখী চিন্তনের মাধ্যমে তা সম্পন্ন করে।

পেশাগত উন্নয়নে প্রতিফলন অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা

মানুষ যে যে পেশায় নিয়োজিত রয়েছেন তাদের প্রত্যেকেরই পেশাগত উন্নয়ন ঘটানো খুব জরুরি। কেউই একদিনে তার পেশায় সফলতা লাভ করতে পারেন না। প্রতিটি সফল পেশার পেছনে রয়েছে দৃঢ় মনোবল এবং ধারাবাহিক ও নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা। যে কোনো পেশার সফল ব্যক্তিদের কর্মকাণ্ড বা তাদের সাফল্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তারা সবাই নিজ নিজ পেশায় সফলতা লাভ করার জন্য ধারাবাহিকভাবে প্রয়াস চালিয়েছেন। অনেকেই একই পেশায় সফল অন্য ব্যক্তিদের কার্যক্রম গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় দক্ষতাগুলো নিজের পেশায় প্রতিফলন করার চেষ্টা করেছেন। এভাবেই সফল ব্যক্তিরা তাদের পেশায় খ্যাতি অর্জন করেছেন। সুতরাং বলা যায়, কোনো পেশায়ই একদিনে সফলতা অর্জন করা যায় না। আবার কোনো পেশাকে নিখুঁত ও কার্যকর করে তুলতে হলে নিয়মিত প্রতিফলন অনুশীলন অনেক জরুরি। অর্থাৎ প্রতিটি পেশায় প্রতিফলন অনুশীলন সব পেশাজীবীর জন্যই দরকার। এখানে প্রতিফলন অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তার কয়েকটি দিক উল্লেখ করা হলো—

১. **ব্যক্তিগত দক্ষতা অর্জন :** প্রতিফলন অনুশীলনের মাধ্যমে ব্যক্তি দক্ষ হয়ে গড়ে ওঠে। এর নিয়মিত চর্চার মাধ্যমে নিজের দুর্বল দিকগুলো শনাক্ত করা যায় এবং চিহ্নিত দুর্বলতা দূর করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ সম্ভব হয়। এভাবে একদিকে যেমন ব্যক্তির মধ্যে আত্মবিশ্বাস গড়ে উঠে, অন্যদিকে ব্যক্তির ব্যক্তিগত দক্ষতা অর্জন সম্ভব হয়।
২. **সেবামূলক দৃষ্টিভঙ্গি গঠন :** শিক্ষকতা একটি অন্যতম মহৎ পেশা। এর মাধ্যমে একদিকে যেমন জাতিকে শিক্ষিত গড়ে তোলা যায়, অন্যদিকে নিজের দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন এবং

ধারাবাহিক উন্নয়ন করা সম্ভব হয়। প্রতিফলন অনুশীলনের মাধ্যমে ব্যক্তির মধ্যে সেবামূলক দৃষ্টিভঙ্গি গঠিত হয় এবং পেশার সাথে সেবার একটি নিবিড় সম্পর্ক ঙতরি হয়।

৩. **পেশার গুণগত উন্নয়ন :** প্রতিফলন অনুশীলনের মাধ্যমে নিজের কাজকর্মের ত্রুটিগুলো শনাক্ত করা সম্ভব হয় এবং চিহ্নিত দুর্বল দিকগুলো দূর করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া সহজ হয় বলে পেশার গুণগত উন্নয়ন ঘটে এবং এর ফলে উন্নত সেবাদান সম্ভব হয়।

৪. **প্রাতিষ্ঠানিক সফলতা ও কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি :** প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিক সফলতা নির্ভর করে এর কর্মীদের উপর। অর্থৎ কোনো প্রতিষ্ঠানে যেসব ব্যক্তি নির্দিষ্ট কাজকর্মের জন্য নিয়োজিত থাকেন তাদের ব্যক্তিগত দক্ষতা, সততা ও সুনামের উপর প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা ও সুনাম নির্ভরশীল। প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা যদি দক্ষ হন তাহলে প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং এর ফলে ব্যক্তিগত সফলতার পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক সফলতা ও কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

৫. **কাজের গুণগত মানের উন্নয়ন :** ব্যক্তির উন্নয়নের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন সম্ভব হয় বলে প্রতিফলন অনুশীলন ব্যক্তির জন্য অপরিহার্য। কারণ ব্যক্তি তার দক্ষতা দিয়ে প্রতিষ্ঠানকে উন্নত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে পারেন। প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব এমন কোনো কে.শল নেই যার মাধ্যমে ব্যক্তির উন্নয়ন ছাড়া প্রতিষ্ঠানকে ভালো, উন্নত ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা যেতে পারে। এর জন্য দরকার ব্যক্তির নিয়মিত প্রতিফলনমূলক অনুশীলন।

৬. **নতুন ধারণা লাভ :** প্রতিফলন অনুশীলন মানেই হলো আত্মোন্নয়নের জন্য সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করা। এর মাধ্যমে ব্যক্তি একদিকে যেমন নিজের কাজকর্মের উপর প্রতিফলন ঘটিয়ে এসবের উন্নয়ন করতে পারেন, অন্যদিকে অন্যের কাজের ভালো দিকগুলো পর্যবেক্ষণ করে নিজের মধ্যে তার প্রতিফলন ঘটাতে পারেন। এই প্রতিফলনের মাধ্যমে সব সময় নতুন নতুন ধারণার সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। অর্থাৎ নির্দিষ্ট ব্যক্তি এর মাধ্যমে নতুন ধারণা লাভ করতে পারেন এবং ধারাবাহিকভাবে নিজের পেশার উন্নয়ন ঘটাতে পারেন।

৭. **ব্যক্তির প্রতিভার বিকাশ সাধন :** একদিনে নিজের প্রতিভার বিকাশ সম্ভব হয় না। সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে হলেও ধারাবাহিকভাবে নিয়মিত অনুশীলন ও চর্চা অব্যাহত রাখতে হয়। অন্যের কাজকর্ম পর্যবেক্ষণ করলেও অনেক সময় নতুন ধারণা লাভ সম্ভব হয়। ফলে ব্যক্তি তার প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে পারে। এক কথায় বলা চলে প্রতিফলন অনুশীলনের মাধ্যমে ব্যক্তি ধীরে ধীরে তার প্রতিভার বিকাশ ঘটাত সক্ষম হয়।

৮. **আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি :** ব্যক্তি যদি নিয়মিত তার কাজকর্মের গুণগত মান নিয়ে চিন্তাভাবনা করেন এবং এর দুর্বল দিকগুলো শনাক্ত করে সেগুলো দূর করার প্রচেষ্টা চালান তাহলে একদিকে যেমন কাজের গুণগত মানের উন্নয়ন হবে, অন্যদিকে তার মধ্যে ধীরে ধীরে কার্য সম্পাদনে

আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি হবে। এর ফলে ব্যক্তি এক সময় সার্থকতা ও দক্ষতার সাথে কাজ করতে সক্ষম হবে।

৯. **পেশাগত জ্ঞান এবং আত্মবিশ্বাসের গভীর সম্পর্ক :** শিক্ষকতা একটি জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ পেশা। এ পেশায় সফলতা লাভ করতে হলে ব্যক্তিকে ধৈর্য ধরে আত্মবিশ্বাসের সাথে ধারাবাহিকভাবে চেষ্টা করে যেতে হবে। এ পেশায় পেশাগত জ্ঞানের সাথে আত্মবিশ্বাসের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। সাধারণভাবে শিক্ষকতা পেশায় যুক্ত নন এমন ব্যক্তিদের কাছে এই পেশাকে খুব সহজ মনে হলেও বাস্তবে এমন ধারণা সঠিক নয়। এ পেশায় যে কোনো ব্যর্থতা শিক্ষকসহ এর সাথে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থী এবং অন্যান্য ব্যক্তিদেরও চরমভাবে হতাশ করে তুলতে পারে। এ কারণে আত্মবিশ্বাস না হারিয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়। মনে রাখতে হবে, পেশাগত জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি ব্যক্তিকে আত্মবিশ্বাসী হতে হবে। এর জন্য প্রতিফলন অনুশীলন জরুরি।

১০. **সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সাধন :** যে কোনো পেশায় সফলতা লাভ করতে হলে নিয়মিত চর্চা অব্যাহত রাখা দরকার। নিয়মিত চর্চা বা অনুশীলন ব্যক্তির কাজের গুণগত মানের উন্নয়ন ঘটায় এবং তার প্রতিভারও বিকাশ সাধন করে। কার ভেতরে কী প্রতিভা রয়েছে তা বুঝতে হলে দরকার কার্য সম্পাদন করা। কাজের মাধ্যমেই মানুষ তার প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে যায়। এ জন্য কাজকর্মের মাধ্যমে একদিকে যেমন নিজের প্রতিভার প্রকাশ ঘটানো সম্ভব, অন্যদিকে প্রতিভার বিকাশ সাধনও সম্ভব প্রতিফলন অনুশীলনের মাধ্যমে। অর্থাৎ প্রতিফলন অনুশীলনের মাধ্যমে পেশাজীবীদের পক্ষে বিভিন্ন সূক্ষ্ম ও সুপ্ত জ্ঞানের চর্চা করা সহজ হয়। এ উদ্দেশ্যেও প্রতিফলন অনুশীলন অব্যাহত রাখা দরকার।

১১. **পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে ধারণা লাভ :** প্রতিফলন অনুশীলনই নিজের সম্পর্কে একটি চিত্র প্রকাশ করতে পারে এবং নিজের কাজকর্মের উপর একটি বাস্তব ধারণা দিতে পারে। অর্থাৎ নিজের সম্পর্কে নিজের অর্জিত অভিজ্ঞতা ও কর্মসম্পাদন প্রক্রিয়া সম্পর্কে অনুধাবন করতে ব্যক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে। ফলে পেশাজীবীকে তার পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা সঠিকভাবে বুঝতে সহায়তা করে। এ কারণে প্রতিফলন অনুশীলন করা প্রয়োজন।

১২. **দায়িত্ব সচেতন হওয়া :** নিজের কাজকর্মের উপর কোনো সমালোচনা বা কাজের গুণগত মান নিয়ে কোনো চিন্তাভাবনা না করলে ব্যক্তির মধ্যে দায়িত্ব সম্পর্কে কোনো সচেতনতা তৈরি হয় না। যদি কাজকর্মের গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন তোলার সম্ভাবনা থাকে এবং যথাসময়ে কাজটি সম্পন্ন হলো কিনা তা জানার কোনো কর্তৃপক্ষ থাকে তাহলে ব্যক্তি তার দায়িত্ব সম্পর্কে আরও অধিক সচেতন হয়। শিক্ষকতা পেশায়ও এটি খুব জরুরি। সুতরাং এক কথায় বলা যায়, প্রতিফলন অনুশীলন শিক্ষকদের পেশাগত ও ব্যক্তিগত কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তোলে।

প্রতিফলন অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এখানে যেসব দিকের আলোচনা করা হয়েছে এগুলো ছাড়াও আরও নানা ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অন্যের ভালো দিকগুলো পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রতিফলনের অভ্যাস গড়ে তোলা যেতে পারে। শিক্ষার্থীরা যাতে তাদের সহপাঠীদের ভালো আচরণ, সুঅভ্যাস, শ্রেণি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণের আগ্রহ ইত্যাদি দিকগুলো দেখে নিজের মধ্যে সেসব প্রতিফলনে সচেষ্ট হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা শিক্ষকের জন্য জরুরি। কারণ একদিকে শিক্ষক যেমন প্রতিফলন অনুশীলনের মাধ্যমে অন্যের ভালো দিকগুলো নিজের মধ্যে প্রতিফলিত করার চেষ্টা করবেন, তেমনি তাদের শিক্ষার্থীদের মধ্যেও যাতে প্রতিফলন অনুশীলনের অভ্যাস গঠিত হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে।

সহায়ক তথ্যসূত্র

জাতীয় শিক্ষাক্রম (২০১২), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০।

প্রতিষ্ঠান প্রধান ও সহকারী প্রধানদের প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, টিকিউআই-২, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

হোসেন, ড. শেখ আমজাদ, আবশ্যকীয় শিক্ষণ দক্ষতা (২০১৪), প্রভাতী লাইব্রেরি, ৬৩ ইসলামিয়া মার্কেট, নীলক্ষেত, ঢাকা।

হোসেন, ড. শেখ আমজাদ, শিখন, মূল্যযাচাই এবং প্রতিফলনমূলক অনুশীলন (২০১৪), প্রভাতী লাইব্রেরি, ৬৩-৬৪ ইসলামিয়া মার্কেট, নীলক্ষেত, ঢাকা।

হোসেন, প্রফেসর ড. শেখ আমজাদ এবং রহমান, মোঃ মুজিবুর, শিখন-শেখানো দক্ষতা ও কে.শল (২০১৭), প্রভাতী লাইব্রেরি, ৬৩-৬৪ ইসলামিয়া মার্কেট, নীলক্ষেত, ঢাকা।

হোসেন, প্রফেসর ড. শেখ আমজাদ এবং রহমান, মোঃ মুজিবুর, শিখন ও শিখনযাচাই (ফেব্রুয়ারি ২০১৮), প্রভাতী লাইব্রেরি, 63-64 ইসলামিয়া মার্কেট, নীলক্ষেত, ঢাকা|

Boud, D., Keogh, R. & Walker, D. (1985). What is reflection in learning?, in Boud, D., Keogh, R. & Walker, D. (Eds.) Reflection: Turning Experience into Learning, London: Kogan Page, 7-17.

Boud, D., Keogh, R. & Walker, D. (1985). Promoting reflection in learning: a model, in Boud, D., Keogh, R. & Walker, D. (Eds.) Reflection: Turning Experience into Learning, London: Kogan Page, 18-40

মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ- শিখন, মূল্যযাচাই ও প্রতিফলন অনুশীলন (মডিউল ১ ও ৩: শিখন সামগ্রী)-২০০৮, টিকিউআই, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ- বিএড (মডিউল ৪ এবং ৫)-২০১০, টিকিউআই, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।